দৈনিক ইত্তেফাক

JUN. 20 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

কোচিং সেন্টার নয় শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনী বন্ধ হচ্ছে !

রেজানুর রহমান ॥ কোচিং সেন্টার নয় আপাততঃ শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনী বন্ধ হচ্ছে। শ্রেণী কক্ষে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে অচিরে এ ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হতে পারে। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় পাঠদানসহ অন্যান্য কর্মকান্ডে ফাঁকি দিয়ে যারা বাসা-বাড়ীতে ব্যাচ সিস্টেমে প্রাইভেট পড়ান তাদের ক্ষেত্রেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। একটি সূত্র জানায়, দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে শ্রেণী কক্ষে পড়াশুনার বিষয়টি তেমন

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

কোচিং সেন্টার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গুরুত্ব পাচ্ছে না। ক্লাসে 'বাড়ীর কাজ' দেয়ার ব্যাপারেই অনেক শিক্ষক বেশী তৎপর। আর তাই প্রাইভেট শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া ক্লাসে ভাল রেজাল্ট করার দৃষ্টান্ত এখন তেমন চোখে পড়ে না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ক্লাসেই পড়াশুনার পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। আগামীতে প্রতিটি স্কুল-কলেজে বছরে একাধিকবার পরিদর্শক টীম পাঠানো হবে। স্কুলে নিয়মিত ক্লাস হয় কিনা, কোন্ শিক্ষক-শিক্ষিকা কেমন পড়ান, ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের পাঠদান প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট কিনা ইত্যাদি বিষয় পর্যবেক্ষণ করবে পরিদর্শক দল।

কোচিং সেন্টার ও শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনী সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক চিত্র তুলে ধরার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি প্রয়োজনীয় 'কাজ' প্রায় এগিয়ে নিয়ে এসেছে। একটি সূত্র জানায়, কমিটির পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে বিষয় সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব এখন প্রকট। যারা আছেন তাদের অনেকেই ক্লাসে না পড়িয়ে প্রাইভেট টিউশনী করার ব্যাপারেই অতিমাত্রায় আগ্রহী। ঢাকা শহরে এমন অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন যাদের বাসায় ছোট্ট কক্ষে দিনে ৪/৫টি ব্যাচে প্রাইভেট পড়ানো হয়। এমনও হয় নির্ধারিত শিক্ষক তার বাসায় এক ব্যাচ ছাত্র পড়িয়েই দৌড় দেন স্কুলে অথবা কলেজে। সেখানে নির্ধারিত ক্লাস শেষ করেই আবার ফিরে আসেন বাসায়। অপর ব্যাচ তখন তার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন গতকাল ইত্তেফাককে বলেন, আমরা শিক্ষার উন্নয়নে কিছু পরিবর্তন আনতে চাই। শিক্ষার সাথে জড়িত কেউ শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করতে পারবেন না। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশের ক্ষেত্রটিকে সবার আগে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষকদের অবশ্যই 'প্রাইভেট টিউশনী' ছাড়তে হবে। ক্লাসেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তৈরী করতে হবে।